17

দৈনিক বাংলা

18 JAN 1997

তারিখ ... 18 JAN 1997 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ... ১ ...

পাঠ্যপুস্তক সুলভ হোক

বোর্ডের নতুন বই কিছুটা দেরীতে হলেও বাজারে বিক্রয় শুরু হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকেরা উদ্বেগমুক্ত হয়েছেন। কারণ, বই সংকটের দরুন অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বিলম্বিত বা বিঘ্নিত হবে না। বছরের প্রথম দিকেই ক্লাসে পুরাদমে লেখাপড়া শুরু হবে। যথাসময়ে কোর্স শেষ হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করে পরীক্ষা দিতে পারবে। এই সুযোগ যারা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তাদের সবাইকে আমারা অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বই-এর সহজলভ্যতা-শিক্ষায়তনসমূহে নিয়মিত লেখাপড়া চলার প্রধান পূর্বশর্ত। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে যত তাড়াতাড়ি পাঠ্যবই পৌঁছবে তত তাড়াতাড়ি তারা পড়াশোনা আরম্ভ করতে পারবে। এজন্যই শিক্ষাবর্ষ শুরু আগেই বিক্রির জন্য বাজারে বই মজুত রাখা হয়। বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরপরই ছাত্র-ছাত্রীরা নতুন শ্রেণীর বই কিনতে পারে। নির্দিষ্টমানের পাঠ্যবই সুলভ করার স্বার্থেই শিক্ষা বোর্ডগুলির মাধ্যমে এগুলি প্রণয়ন, প্রকাশ ও পাইকারী বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এই নিরাপদ ব্যবস্থাটিতেও নানারকম সংকট দেখা গেছে অতীতে। বানান ভুল, নিম্নমানের মুদ্রণ, বাঁধাই ইত্যাদি আছেই, তবে সবচেয়ে বড় সংকট দেখা দেয় সময়মত পাঠ্যবই বাজারে না আসলে। বোর্ডের নতুন বই-এর ব্যাপারে এই সংকট সৃষ্টি হয়ে আসছে গত কয়েক দশক ধরেই। স্বস্তির ব্যাপার, এবার শিক্ষা বছরের শুরুতে, জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়েই বোর্ডের নতুন বই বাজারে ছাড়া হয়েছে এবং পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় আরম্ভ হয়েছে। এটাকে বর্তমান সরকারের একটি অভিনন্দনযোগ্য কৃতিত্ব বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না। বর্তমান সরকার শিক্ষার স্বাভাবিক পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন, সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রেই আন্তরিক ও কার্যকর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও বাজারে বোর্ডের নতুন বই আসা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ প্রচেষ্টারই আরেকটি শুভ ফসল বলে বিশ্বাস করার বাস্তব কারণ রয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকের দাম ছাত্র-ছাত্রীদের নাগালের মধ্যে রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ সত্য প্রায় সবারই জানা যে, অর্থাভাবের কারণেই এদেশের বহু ছেলে-মেয়ে, লেখাপড়া করতে পারছে না। বই কেনার, স্কুলের বেতন দেয়ার এবং পরীক্ষা ফীসের টাকা যোগাড় করতে পারে না বলেই আমাদের দেশের অনেক ছেলে-মেয়ে শিক্ষার আলো পাওয়ার এবং মেধা বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকছে। এ সত্যটি মনে রেখে পাঠ্যপুস্তকের দাম যতদূর সম্ভব ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের নাগালের মধ্যে রাখতে হবে। পাঠ্যপুস্তক যত সুলভ হবে দেশের শিক্ষার ততবেশী প্রসার ঘটবে।